হাতে কলমে

৫) (গ) 'নিজগৃহপথ তাত, দেখাও তস্করে।' - কে কাকে একথা বলেছে? বক্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? নিজগৃহপথ বলা হয়েছে কেন? 'তস্করে' বলার কারণ কী?

আলোচ্যমান উক্তিটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের অন্তর্গত ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণ কবিতাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে। উক্তিটি রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ বিভীষণ কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

নিজগৃহ বলা হয়েছে কারণ রাবণ বা বিভীষণের ঘরে বাইরের লোককে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রক্ষঃপুরের মধ্যে বা নিজেদের সংসারের মধ্যে বাইরের লোকের প্রবেশ প্রসঙ্গেই 'নিজগৃহ' কথাটি বলা হয়েছে।

তস্কর শব্দের অর্থ চোর। এখানে লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করে উক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ লক্ষ্মণ যেভাবে অসৎ উদ্দেশ্য বিনা অনুমতিতে রক্ষঃপুরে বা তার অভ্যন্তরস্থ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে - তাতে তার মধ্যে কোনো বীরপুরুষের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। তার এই আচরণ চোর সুলভ। সে কারণেই ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে চোর বা তস্কর বলে ভূষিত করেছে।

৫ (ঘ) 'নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে একথা।' - কোন্ কথা শুনে শিশুও হাসবে? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

আলোচ্যমান ছত্রটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের অন্তর্গত 'ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণ' শীর্ষক থেকে চয়ন করা হয়েছে।

বিভীষণ ইন্দ্রজিতের কাছে রাম-লক্ষ্মণকে মহারথী বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গেই ইন্দ্রজিৎ বলেছেন একথা শুনে শিশুও হাসবে।

বিভীষণ ইন্দ্রজিতের কাছে ঘোষণা করেছিলেন তিনি রামচন্দ্রের দাস। এবং রাম-লক্ষ্মণের গৌরব গাথা তার বক্তব্যে প্রতিভাত হয়েছিল। যেন তিনি তাদের মতো মহারথীদের চরণাশ্রিত হয়ে ধন্য হয়ে গেছেন। সে প্রসঙ্গে ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে জানিয়ে ছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষত লক্ষ্মণের মধ্যে কোনো বীরসুলভ আচরণ নেই। বিভীষণের সহায়তায় সে ভীরু-কাপুরুষ, চোরের মতো রক্ষঃপুরে প্রবেশ করেছে। রাবণের তথা বিভীষণের বংশ মর্যাদার কাছে লক্ষ্মণের এই আচরণ তুলনীয় নয়। আর সেই রকম ব্যক্তিবর্গের চরণাশ্রিত কিনা বিভীষণ! তাই রাবণের বংশের শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে লক্ষ্মণের তুলনার কথা শুনলে লঙ্কায় এমন কোনো শিশু নেই যে হাসবে না। উক্তিটির তাৎপর্য এটাই।